যুগান্তর

পৃষ্ঠা ... 31 MAY 2013

কুমিল্লা বোর্ডের সার্টিফিকেট কেলেংকারি

৪৮ মামলার চার্জশিট অনুমোদন করেছে দুদক

বিশেষ সংবাদদাতা

এসএসসি পরীক্ষার জাল সার্টিফিকেট সরবরাহের অভিযোগে দায়ের করা ১৬৪টি মামলার মধ্যে প্রায় ৪৮টি মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার কমিশনের নিয়মিত বৈঠকে এসব মামলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রণব কুমার ভট্টাচার্য।

দুদক সূত্র জানায়, ১৯৯৮ সালে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৬৪ জন শিক্ষার্থী জাল মার্কশিট ও প্রশংসাপত্রের মাধ্যমে মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ, ম.ন মোহন কলেজ সিলেট, সিলেট সরকারি কলেজ, মইন উদ্দিন আদর্শ মহিলা কলেজ কুমিল্লা, চনকশ্রী ডিগ্রি কলেজ, বদিউল আলম কলেজ, শামসুল হক কলেজ, মুন্সী ফজলুর রহমান সরকারি কলেজ, মীর আব্দুল গফুর কলেজ, মহোনা ডিগ্রি কলেজ, চান্দিনা মহিলা কলেজ, শাহেবাবাদ ডিগ্রি কলেজ, রহমানিয়া চির সবুজ কলেজ, চিতি চাঁদপুর কলেজ, রামগঞ্জ সরকারি কলেজ, লক্ষ্মীপুর জিলানী চিশতী কলেজ, কাদির বাজার কলেজ, শাহ শরীফ কলেজ, হাজী মনির আহমেদ সং দু

দুদক : পৃষ্ঠা ১৪ : ২

দুদক : করেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফেনী, চাটখিল মাহবুব সরকারি কলেজ নোয়াখালীতে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এ বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে মোট ১৬৪টি মামলা দায়ের করা হয়। মামলাগুলোর মধ্যে ৪৮টি মামলায় আসামিদের দোষী সাব্যস্ত করে চূড়ান্ত চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বাকি ১১৬টি মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মামলাগুলোতে আসামিরা হলেন— মোঃ মামুনুল হক, আবদুর রহমান, খালেদুর রহমান, মোঃ কামরুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, মোঃ সেলিম হোসেন ভূঁইয়া, তানজিলা ইয়াসমিন, মোঃ মিজানুর রহমান, মোসাম্মৎ রেহানা আক্তার ইয়াসমিন, মিনু আক্তার, ওবায়দুর রহমান, মোসাম্মৎ জেসমিন আক্তার, নুর হোসেন, সিরাজুল হক, সাইফুল আমিন, প্রতিমা রানী রায়, শহিদুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন, জোবেদা আক্তার, শাহ আলম, আজিজুর রহমানসহ ১৬৪ জন শিক্ষার্থী। বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর আমলে মামলাগুলো দায়ের করা হয়েছিল।